ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩০৯৬

আগরতলা,২৮ ডিসেম্বর,২০১৯

সংবাদমাধ্যমের গঠনমূলক প্রস্তাব পেলে সরকার রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে তা বাস্তবায়িত করবে : মুখ্যমন্ত্রী

সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সরকারের ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। সংবাদমাধ্যম গঠনমূলক সমালোচনা করলে সরকার সাদরে তা গ্রহণ করবে। আমরা চাই পারদর্শী রাজ্য, পারদর্শী সংবাদমাধ্যম। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সন্ধ্যায় শিশু উদ্যানে নিউজ ভ্যানগার্ডের ৭ম বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী পদ্মাে গোমতী উৎসবের উদ্বোধন করে একথাগুলি বলেন। প্রদীপ জ্বেলে এই উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। রাজ্যের সংবাদমাধ্যমে অনেক গুণীজন রয়েছেন। রাজ্য সরকার তাদের কাছ থেকে উপদেশ ও প্রস্তাব আশা করে। গঠনমূলক উপদেশ ও প্রস্তাব পেলে সরকার তা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে বাস্তবায়িত করবে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব নিউজ ভ্যানগার্ডের পদ্মা-গোমতী উৎসবকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের সাথে রাজ্যের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হচ্ছে। এতে আগামীদিন ত্রিপুরায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবেও আলোচনা হয়েছে। ত্রিপুরা থেকে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানির উপর বাংলাদেশ সরকারের যে বিধিনিষেধ ছিলো তা তুলে নেওয়ার জন্য আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলাম। বাংলাদেশ সরকার তাতে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু পণ্যের উপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিটাগাঙ বন্দর ব্যবহারের সুবিধা নিতে পারলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা সহ ৭টি রাজ্যই উপকৃত হবে। ২০২০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সাব্রুমের ফেণী নদীর উপরের ব্রীজ সম্পন্ন হয়ে গেলে সাব্রুম হবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির একটি বিজনেস হাব। সাব্রুমে স্পেশাল ইকোনমিক জোন গড়ে উঠবে। এতে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

রাজ্যের উন্নয়নের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রমাণ ব্যাঙ্কের সি ডি রেশিও ৫৬ ছাড়িয়ে গেছে। এম জি এন রেগা ও কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ত্রিপুরা ১৩টি পুরস্কার পেয়েছে। এটাই হচ্ছে পরিবর্তন। তিনি বলেন, সরকার ক্ষমতায় এসেই নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলো তাতে অনেকটাই সাফল্য পাওয়া গেছে।

***২-এর পাতায়

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা বলেন, সংবাদমাধ্যমকে মানুষ শ্রদ্ধা করেন। তাই সংবাদমাধ্যমকে হতে হবে নির্ভীক ও নিরপেক্ষ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন নিউজ ভ্যানগার্ডের সম্পাদক সেবক ভট্টাচার্য। হজাগিরি নৃত্যের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা করেন ত্রিপুরা ট্রাইবাল কালচারাল মহাবিদ্যালয়ের শিল্পীগণ। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় সহ বহু গুণীজন উপস্থিত ছিলেন।

এবছর ভ্যানগার্ড উৎসব থেকে শুরু হয়েছে 'ভ্যানগার্ড অব দ্য ইয়ার' সম্মাননা প্রদান। এবছর ভ্যানগার্ড অফ দ্য ইয়ার হয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সুবীর ভৌমিক। এছাড়া বন্ধন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ত্রিপুরার কৃতি সন্তান চন্দ্রশেখর ঘোষ, বিজ্ঞান আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ রায় চৌধুরী, জম্পুইহিলের ভাংমুন গ্রামকে সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন গ্রামে পরিণত করার রূপকার ইয়ং মিজো অ্যাসোসিয়েশন ও মিজো উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন এবং নির্দিষ্ট এলাকার ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখী করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণকারী ঊনকোটি ভিলেজ কমিটির অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পরিমল দে-কে ভ্যানগার্ডের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। উল্লেখ্য, দু'দিনব্যাপী এই উৎসবে ত্রিপুরা, কলকাতা ও ঢাকা থেকে তিন শতাধিক শিল্পী অংশ নিয়েছেন। রয়েছেন কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পী অর্ক মুখার্জি ও বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পী নোবেল।

*****